বাংলায় আগ্রহী আম্বানিরা মুম্বই যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

এ রাজ্যে আম্বানিরা কাজ করতে আগ্রহী। এ বিষয়ে অনন্ত আম্বানির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। শুক্রবার বিধাননগর সিটি সেন্টার ১–এ একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে অনন্ত আম্বানির কথা হয়েছে। মুকেশ আম্বানি এবং ওঁর সংস্থা এ রাজ্যে কাজ করতে উৎসাহী। তার আগে আমাকে মুম্বইয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ওখানে গণেশ পুজো শুরু হচ্ছে। মুম্বইয়ে গণেশ পুজো সবচেয়ে বেশি হয়। ওঁর বাড়িতেও পুজো হয়। এবার গণেশ পুজো বাংলাতেও বেশি হচ্ছে। এই পুজোর পরই আমি মুম্বই যাব। তখন মুকেশ আম্বানি ও অনন্ত আম্বানির সঙ্গে দেখা করব।' তিনি এদিন বলেন, 'বিনিয়োগকারী–সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড়রা সবাই বাংলাকে মন থেকে স্বনির্ভর করতে চান। এ রাজ্যের রাষ্ট্রবাদী সরকারের পাশে থাকতে চান। এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি। আগামী দিনে আমরা একসঙ্গে কাজ করব। পশ্চিমবঙ্গের বিনিয়োগ ব্যবসা আর কর্মসংস্থান রাজস্ব বাড়াবে। সেই রাজস্ব দিয়ে এ রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন হবে। রাজ্যের পুনর্গঠন হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

আজকালের প্রতিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দ ও আচার্য বিনোবা ভাবেকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মোহন ভাগবতের জন্মদিনে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করলেন। ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোর ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেই ঐতিহাসিক দিনকে স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবার সমাজমাধ্যমে লেখেন, '১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সালে শিকাগো শহরে ধর্মমহাসভায় কালজয়ী বক্তৃতার বর্ষপূর্তিতে হিন্দু বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের চরণে আমার শতকোটি প্রণাম।' এদিন ছিল মোহন ভাগবতের জন্মদিন। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রদ্ধেয় ড. মোহন ভাগবতের শুভ জন্মদিনে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে তিনি সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করছেন। একই সঙ্গে এদিন আচার্য বিনোবা ভাবের জন্মদিন ছিল। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'ভূ–দান আন্দোলনের নেতা, মানবাধিকার ও অহিংসার সমর্থক, ভারতের জাতীয় শিক্ষক, ভারতরত্ন আচার্য বিনোবা ভাবের জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা।'

প্রধানমন্ত্রীর ব্যঙ্গচিত্র, ক্ষমাপ্রার্থী যুবক

আলোক সেন
বাঁকুড়া, ১১ সেপ্টেম্বর

ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি অশালীন ব্যঙ্গচিত্র পোস্ট করার অভিযোগ ওঠে কোতুলপুরের এক যুবকের বিরুদ্ধে। ওই যুবকের নাম চিরঞ্জিৎ মল্লিক। তাঁর বাড়ি ওই থানার গোপালপুর গ্রামে। বিষয়টি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের নজরে এলে তাঁরা ওই যুবককে ডেকে এর কারণ জানতে চান। তখন চিরঞ্জিৎ তাঁর ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করে নেন এবং বিজেপি নেতৃত্বের কাছে ক্ষমা চান। কোতুলপুর মণ্ডল সভাপতি কেশবী নাথ জানান, ছেলেটিকে তিনি চেনেন। দিল্লিতে যখন ককরোচদের আন্দোলন চলছিল, তাঁদের নেতারা উত্তেজক সব বক্তব্য পেশ করছিলেন। তাতে বিভ্রান্ত হয়ে তিনি এমন কাজ করে ফেলেছেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনার কথা জনগণকে জানিয়েছেন। তাই তাঁকে ক্ষমা করা হয়েছে।

ভুয়ো রেজিস্ট্রেশনে চিকিৎসা, অভিযোগ

ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন দেখিয়ে চিকিৎসার অনুমতি পেয়েছেন বলে অভিযোগ উঠল রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় স্বাস্থ্য দপ্তর তদন্ত শুরু করেছে। দু'জন আলাদা ব্যক্তি অথচ তাদের ডাক্তারি পাশের রেজিস্ট্রেশন নম্বর এক। বিহারের ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন দেখিয়ে এ রাজ্যে প্র্যাকটিশের অনুমোদন পেল কী করে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট হসপিটাল অ্যান্ড নার্সিংহোম সংগঠন। সংগঠনের সম্পাদক ডাঃ রাজীব পান্ডে জানান, ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন নিয়ে একজন উত্তর ২৪ পরগণায় এবং আর এক জন বর্ধমানে প্র্যাকটিশ করছিলেন।

যুগকবি ড. কুমার বিশ্বাসের পবিত্র 'রাম কথা' অনুষ্ঠানে তাঁকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে, শুক্রবার। ছবি: আজকাল

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ, গ্রেপ্তার ২

● ৩ পাতার পর

'বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার 'জিরো টলারেন্স' নিয়ে চলবে। আমি খুশি সামশেরগঞ্জ থানা ও সিডিপিওর কাজে।' এই নাবালিকাকে সরকারি হোমে পাঠানো হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে নাবালিকার বিয়ে ও সেই নাবালিকাদের সন্তান প্রসবের ঘটনা বেড়েই চলেছে। গত ছ'মাসে শুধু মুর্শিদাবাদে নাবালিকা মা হয়েছে ১২ হাজার ৮৪৭ জন, যা রাজ্যে সর্বোচ্চ। দু'দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। সরকারি পরিসংখ্যানে পাওয়া গেছে, মুর্শিদাবাদের গ্রামেই নাবালিকার সন্তান প্রসবের সংখ্যা বেশি। ২৬টি ব্লকের মধ্যে প্রায় সব ব্লকের ছবিই এক। সরকারি তথ্য বলছে, ১০ থেকে ১৩ বছরের নাবালিকার বিয়ের পর মা হয়েছে ২০ জন। ১৩ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে নাবালিকা মা ৮১৭ জন, ১৫ থেকে ১৮ বছরের ৬ হাজার ৫২৭, আর ১৮ বছরে মা হয়েছেন, এমন নাবালিকা মায়ের সংখ্যা ৫ হাজার ৪৮৩। সব মিলিয়ে ১২ হাজার ৮৪৭ জন। কেন বিপুল সংখ্যায় নাবালিকা মা? একটাই কারণ, নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে। ডোমকল, জলঙ্গি, রানিনগর, লালগোলা, বেলডাঙা, রেজিনগর থেকে সুতি, সামশেরগঞ্জ, সাগরদিঘি, খড়গ্রাম— সব এলাকায় নাবালিকার বিয়ে চুপিসারে দেয় পরিবার। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, বেশির ভাগ পরিবার দুঃস্থ। পেশায় দিনমজুর, কোথাও বিড়ি শ্রমিক। স্কুলে পড়লেও জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। প্রশাসন জানতে পেরে নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করে বাবা–মায়ের মুচলেকা নিলেও তিন–চার মাস পর কোনও আত্মীয়ের বাড়ি থেকে চুপিসারে নাবালিকার বিয়ে হয়ে গেছে, এমন উদাহরণও রয়েছে। অনেক সময়, নাবালিকাকে বিয়ে করেই পরিযায়ী শ্রমিক চলে যাচ্ছে ভিন্‌রাজ্যে। ফলে পুলিশের কিছুই করার থাকে না।

বৃহস্পতিবার রাতে ধুলিয়ানে এক ১৬ বছরের নাবালিকার বিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। বর, বরযাত্রী, আত্মীয়স্বজন— সবাই হাজির। খবর পেয়েই সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের অফিসাররা হাজির হন। পুলিশ দেখেই বর–সহ বরযাত্রী চম্পট দেয়। তৎক্ষণাৎ পুলিশ নাবালিকার দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সন্দীপ সান্যাল বলেন, 'জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা সজাগ হয়ে গ্রামে নজরদারি চালান। আমরা নাবালিকা বিয়ে নিয়ে প্রচারও করছি।'

প্রসঙ্গত, দু'দিন আগেই পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানা এলাকায় এক নাবালিকা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর সন্তানের বাবাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। চিকিৎসক পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন। পুলিশ তদন্ত করে সন্দিপুর এলাকা থেকে স্বামীকে গ্রেপ্তার করে।

পর্যটনের মাধ্যমে রাজ্যে বাণিজ্য: শঙ্কর

মিল্টন সেন
হুগলি, ১১ সেপ্টেম্বর

'পর্যটনের হাত ধরে রাজ্যে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটবে। শুক্রবার চন্দননগর থেকে সেই পথ চলা শুরু হল।' চন্দননগরকে কেন্দ্র করে আগামীতে পর্যটন, জলপথে পর্যটন–সহ আরও পরিকল্পনার কথা জানালেন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। এদিন চন্দননগরের ঐতিহাসিক রেজিস্ট্রি ভবন সংস্কারের কাজের সূচনা করতে চন্দননগরে আসেন ভারতে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত থিয়েরি মাতু। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, রাজ্যের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুমনা সরকার, চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ, বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ, বিধায়ক দিলীপ সিং, হুগলির জেলাশাসক খুরশিদ আলী কাদরী, পুলিশ কমিশনার সুনীল যাদব। চন্দননগর রানি ঘাটের কাছে ফরাসি রেজিস্ট্রি ভবনটি বর্তমানে ভগ্নদশায় আছে। সেটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। ফরাসি রাষ্ট্রদূত থিয়োরি মাতুর উপস্থিতিতে সংস্কারের কাজের সূচনা হয়। জগদ্ধাত্রী পুজোর আগেই এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আলোকমালায় সেজে উঠেছে চন্দননগর স্ট্যান্ড রোড। ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে চন্দননগরে একাধিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এদিন গঙ্গাবক্ষে জলপথে চন্দননগরে আসেন ভারতে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত থিয়োরি মাতু। সেখান থেকে রেজিস্ট্রি ভবনের কাজের সূচনা করেন। ফরাসি রাষ্ট্রদূত থিয়োরি মাতু বলেন, 'পর্যটন মানে ব্যবসা, শিক্ষা, আর্থিক লেনদেন, কর্মসংস্থান। তাই আগামী দিনে পর্যটন শিল্পকে নিয়ে ফ্রান্স এবং ভারতের মেলবন্ধন আরও সুদূরপ্রসারী হবে।'

চন্দননগরের ঐতিহাসিক রেজিস্ট্রি ভবন সংস্কারের সূচনায় ভারতে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত থিয়েরি মাতু, পর্যটনমন্ত্রী ড. শঙ্কর ঘোষ, রাষ্ট্রমন্ত্রী সুমনা সরকার, চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ প্রমুখ। ছবি: পার্থ রাহা

বিনিয়োগ নিয়ে শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জাপানের বিদেশমন্ত্রীর

ইন্দো-জাপান সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান কলকাতায়

আজকালের প্রতিবেদন

বাংলায় বিনিয়োগ–সহ আরও কয়েকটি বিষয়ে শুক্রবার শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন জাপানের বিদেশমন্ত্রী কুনিমিৎসু আয়োনো। শিল্প সদনের ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত এবং শিল্প দপ্তরের প্রধান সচিব বন্দনা যাদব। বৈঠকে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় জানান, জাপানের যে সমস্ত কোম্পানি বাংলায় কাজ করছে, তারা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়ে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে বিদ্যুৎ মাশুল যাতে কমানো যায়, পাশাপাশি কলকাতা থেকে জাপানের বিভিন্ন শহরে সরাসরি বিমান যাতে চালু করা যায়, সে বিষয়ে রাজ্য উদ্যোগ নিক, এমন বিষয়ও উঠে এসেছে আলোচনায়। অন্য দিকে, দু'দেশের সম্পর্ক যাতে আরও মজবুত হয়, তা নিয়েও কথা হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী জানান, ইন্দো–জাপান সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি হবে আগামী বছর। জাপান ও ভারত এটি একসঙ্গে উদ্‌যাপন করতে চায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে নানা অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক মতবিনিময়ের পাশাপাশি বাংলা ও জাপানের সম্পর্ক নিয়ে থাকবে নানা ছবি। এছাড়াও খাদ্য উৎসব হবে। দু'দেশের নানা খাবারের স্টল থাকবে। বাংলার সেরা খাবারের সম্ভার থাকবে। পাশাপাশি জাপানের খাবারও থাকবে। এদিন সাত জনের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক হয়। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'দিল্লিতে জাপানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সে–দেশের কয়েকজন শিল্পপতির বৈঠক হয়েছে। বাংলাও সেই বৈঠকে অংশগ্রহণ করবে। আমরা চাই, শিল্পপতিরা বাংলায় আসুন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাজ ও তাঁর ভাবনা নিয়ে জাপানের মানুষ যথেষ্ট উৎসাহী। গত বছর প্রধানমন্ত্রী জাপান গিয়েছিলেন। আমরা চাইব একসঙ্গে রাজ্যের জন্য কাজ করতে।' এদিনের বৈঠকে ছিলেন সে–দেশের স্টেট মিনিস্টারের ব্যক্তিগত সচিব কাকিউচি সোতা, জাপানের সিনিয়র রিজিওনাল কোঅর্ডিনেটর (সাউথ–ওয়েস্ট এশিয়া ডিভিশন) ইয়োকোতে ফুমিনরি। ছিলেন কলকাতা–জাপান কনস্যুলেটের কনসাল মাকিনো মিহো।

জাপানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। শিল্প সদনে, শুক্রবার।

অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (এআরসিআইএল)

Arcil
Premier ARC

মেসার্স মুখার্জি অ্যান্ড কোং–এর সঙ্গে সম্পর্কিত আর্থিক পরিসম্পদের প্রেক্ষিতে গঠিত
এআরসিআইএল–এসবিপিএস–০০১–XIII–ট্রাস্টের ট্রাস্টিরূপে অর্পিত ক্ষমতাবলে ক্রিয়ারত
এআরসিআইএল অফিস: দ্য রুবি, ১০ নং ফ্লোর, ২৯, সেনাপতি বাপট মার্গ, দাদার (ওয়েস্ট), মুম্বই–৪০০০২৮
ওয়েবসাইট: **www.arcil.co.in; CIN: U65999MH2002PLC134884**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৬, ৮ ও ৯–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফায়েসি অ্যাক্ট)–এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে অনলাইন ই–নিলামের মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রির প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ('রুলস')–এর রুল ৬, ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('অ্যাক্ট')–এর সংস্থানসমূহের শর্তাধীনে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের [১৮ জুলাই, ২০১৪ তারিখের রেজিস্টার্ড ভারার্পণ চুক্তি অনুযায়ী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাতিয়ালা দ্বারা এআরসিআইএল–এর প্রতি আর্থিক পরিসম্পদ ভারার্পণ চুক্তির প্রেক্ষিতে] পাশে উল্লিখিত এআরসিআইএল–এসবিপিএস–০০১–XIII–ট্রাস্টের ট্রাস্টিরূপে অর্পিত ক্ষমতাবলে ক্রিয়ারত অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ('এআরসিআইএল') পাওনা ও অনাদায়ী অর্থাঙ্ক ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখের ভিত্তিতে ₹১,৪০,৬২,১৭৬.১৩/– (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার একশো ছিয়াত্তর টাকা ও তেরো পয়সা মাত্র) তদুপরি উদ্ভূত সুদ, চার্জ ও মাশুল ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড–এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) 'যেমন আছে', 'যেখানে আছে', 'যেভাবে আছে' ও 'রিকোর্স ছাড়া' ভিত্তিতে অনলাইন ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতার নাম	**মেসার্স মুখার্জি অ্যান্ড কোং** প্রতিনিধিত্বকারী ইহার প্রোপ্রাইটর রবীন্দ্রনাথ মুখার্জি, ব্লক–এন, নিউ মার্কেট (বাংলো হাউজ), পোঃ বনগাঁ, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা–৭৪৩২৩৫ বিকল্প ঠিকানা–পালপাড়া মোড়, এনএইচ–৩৪, পোঃ–ভাতজংলা, জেলা–নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১১০২
জামিনদারগণ/ সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/ বন্ধকদাতাগণের নাম	**মিঃ রবীন্দ্র নাথ মুখার্জি** ব্লক–এন, নিউ মার্কেট (বাংলো হাউজ), পোঃ বনগাঁ, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা–৭৪৩২৩৫ **মিঃ রামা মুখার্জি** আমলা পাড়া, পোঃ–বনগাঁ, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা–৭৪৩২৩৫ শ্রীমতী রেবা মুখার্জি ৭/৪৯, দেশবন্ধু নগর, পোঃ রাজারহাট, কলকাতা–৭০০০৫৯ **মিঃ সুনন্দন মুখার্জি** আমলা পাড়া, পোঃ–বনগাঁ, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা–৭৪৩২৩৫
৫ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখের সারফায়েসি নোটিস অনুসারে বকেয়া অর্থাঙ্ক	₹১,৪০,৬২,১৭৬.১৩/– (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার একশো ছিয়াত্তর টাকা ও তেরো পয়সা মাত্র), ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ অনুসারে তৎসহ তার উপর উদ্ভূত সুদ।
দখল	সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থান অনুযায়ী ২৮ মে, ২০১২ তারিখে বিক্রয়কারী ব্যাঙ্ক প্রতীকী দখল নিয়েছে।
পরিদর্শনের তারিখ	**অনুরোধ জানালে ব্যবস্থা করা হবে**
বায়না জমা (ইএমডি)	ইএমডি অর্থাঙ্ক: ১) ₹৩,৪০,০০০/– (তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ২) ₹৩,১০,০০০/– (তিন লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) বায়না জমা **'Asset Reconstruction Company (India) Ltd.', কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নং: 02912320000561, HDFC Bank Limited, ব্রাঞ্চ: Lower Parel, Mumbai, আইএফএস কোড: HDFC0000291** বরাবরে ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট বা আরটিজিএস–এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
বিড এবং ইএমডি জমার শেষ তারিখ	**০২.১১.২০২৬ বিকেল ৫টার পূর্বে**
সংরক্ষণ মূল্য	১) ₹৩৪,০০,০০০/– (চৌত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) ২) ₹৩১,০০,০০০/– (একত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র)
বিড বাড়ানোর মূল্য	১) ₹২০,০০০/– (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) এবং এর গুণিতকে ২) ₹২০,০০০/– (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) এবং এর গুণিতকে
ই–নিলামের তারিখ ও সময়	১) ০৩.১১.২০২৬, দুপুর ১২টা ২) ০৩.১১.২০২৬, দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট
টেন্ডার নথির লিঙ্ক	**www.arcil.co.in**
এআরসিআইএল–এর জানা মামলা	শূন্য
এআরসিআইএল–এর জানা দায়/বকেয়া	• এমপ্লয়ি প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফও)— জানা নেই • শ্রমিকদের বকেয়া— জানা নেই • কর্মচারীদের বকেয়া— জানা নেই • অসুরক্ষিত আর্থিক ঋণদাতা— জানা নেই • কার্যকর ঋণদাতাদের দাবি— জানা নেই • বকেয়া আয়কর— জানা নেই • বকেয়া বিক্রয়কর— জানা নেই
নিলাম হতে চলা সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	১. ৯২৩ বর্গফুট মাপের বিল্ডিং সহ কমবেশি ৯ ডেসিমেল (৩৯২০.০৪ বর্গফুট) জমির সমগ্র, মৌজা–চালতাবেড়িয়া, তৌজি–১৪৬, জে এল নং ১২৪, আর এস নং ১৭৭, আর এস খতিয়ান নং ৯, এল আর খতিয়ান নং ১১২৫, দাগ নং ১২৮৫, থানা–বারাসত (উত্তর), দত্তপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত, যশোর রোডের পাশে, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। ২. ২০ ডেসিমেল (৮৭১২ বর্গফুট) জমির সমগ্র, মৌজা–চালতাবেড়িয়া, তৌজি–১৪৬, জে এল নং ১২৪, আর এস নং ১৭৭, আর এস খতিয়ান নং ৪১৫, এল আর খতিয়ান নং ৭৮২, ১৪২৯, ১৪৩০, ৫৪৪, দাগ নং ১২৮৬ ও ৭৬৫, থানা–বারাসত (উত্তর), দত্তপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত, যশোর রোডের পাশে, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

শর্ত ও নিয়মাবলি:

১. সারফায়েসি অ্যাক্টের সংস্থাধীনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই–নিলামের মাধ্যমে নিলাম বিক্রয় সম্পন্ন হবে। ওয়েবসাইট www.arcil.co.in এর মাধ্যমে 'অনলাইন ইলেকট্রনিক মোডে' নিলাম/বিডিং হবে। ই–নিলামের ব্যবস্থাপনার সার্ভিস প্রোভাইডার এআরসিআইএল।
২. বিড নথির নিয়ম এবং শর্তাবলি এবং এর অধীনে প্রক্রিয়া অনুসারে নিলাম সম্পন্ন হবে। বিডারগণ বিড নথি, সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ/বিড ফর্ম পাওয়ার জন্য এআরসিআইএল–এর ওয়েবসাইট www.arcil.co.in এবং এআরসিআইএল–এর সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট দেখতে পারেন।
৩. বিডারগণ তাঁদের অফিস/ পছন্দের স্থান থেকে ই–নিলামের দরোল্লেখ/ বিডিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রত্যেক বিডারকে নিজ উদ্যোগে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। ইন্টারনেট সংযোগ, নেটওয়ার্কের সমস্যা, সিস্টেম ক্র্যাশ ডাউন, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ইত্যাদির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এআরসিআইএল/ সার্ভিস প্রোভাইডার দায়ী থাকবেন না।
৪. বিশদ তথ্য, সহায়তা প্রার্থনা, প্রক্রিয়া এবং ই–নিলামের অনলাইন প্রশিক্ষণের জন্য সম্ভাব্য বিডাররা এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন: **মিঃ সদানন্দ ঘোষাল, মোবাইল: ৮০৯০২৩০৫৫৫, ই–মেল আইডি: sadananda.ghosal@arcil.co.in।**
৫. উপরিলিখিত পোর্টাল www.arcil.co.in–তে ইচ্ছুক ক্রেতাগণ/বিডারগণকে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে এবং ওপরে লেখা তারিখ ও সময়ের মধ্যে ই–নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিনামূল্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে।
৬. সম্পত্তি পরিদর্শন বা আরও তথ্যের জন্য, সম্ভাব্য বিডাররা এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন: **মিঃ সদানন্দ ঘোষাল, মোবাইল: ৮০৯০২৩০৫৫৫।**
৭. আগাম কোনও নোটিস ছাড়া এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে নিলামের যে কোনও ক্ষেত্রে, অনুমোদিত আধিকারিক যে কোনও বিড/ অফার গ্রহণ/ বাতিল/ পরিমার্জন করতে অথবা পুরো নিলাম প্রক্রিয়াটি স্থগিত রাখতে পারেন।
৮. প্রযোজ্য আইন অনুসারে তাঁর নামে/ অনুকূলে সুরক্ষিত সম্পদ পাওয়ার জন্য কোনও বিধিবদ্ধ দায়, কর, প্রদেয় ফি, ক্রয়ের উপর প্রযোজ্য জিএসটি, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি সফল ক্রেতা/ বিডারকেই বহন করতে হবে।
৯. বিড জমার আগে আগ্রহী বিডারগণ সুরক্ষিত সম্পদের স্বত্ব, দায় এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া–সহ বিধিবদ্ধ বকেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান চালাবেন/ যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করবেন। নিলামের এই বিজ্ঞাপনটি এআরসিআইএল–এর ওপর কোনও প্রতিনিধিত্ব বা দায়বদ্ধতা গঠন করে না। তৃতীয় পক্ষের কোনও দাবি/অধিকার/বকেয়ার বিষয়ে এআরসিআইএল–এর অনুমোদিত আধিকারিক দায়ী থাকবেন না।
১০. সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিলাম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত নির্ধারিত বিবরণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর সর্বশেষ জ্ঞান অনুসারে প্রদত্ত। এতে কোনও ভুল, ত্রুটিপূর্ণ বিবরণ বা অনুল্লেখের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবেন না।
১১. কোনও আদালত বা ট্রাইবুনালের হস্তক্ষেপ বা স্থগিতাদেশের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে এআরসিআইএল–এর প্রতি উপলব্ধ যথাযথ আইনি পরামর্শ ও আইনি প্রতিকার সাপেক্ষে এই বিক্রি প্রক্রিয়াটি বাতিল করার প্রয়োজন হলে, সংশ্লিষ্ট ক্রেতা/ বিডারকে তাঁর দেওয়া 'ইএমডি' ও/বা 'বিক্রয়লব্ধ অর্থাঙ্ক' এআরসিআইএল–এর তরফে কেবলমাত্র সুদবিহীনভাবে ফেরত দেওয়া হবে। ক্ষতি, অপচয়, মাশুল/ খরচাপাতি, কারবারি সুযোগের ক্ষতি ইত্যাদি যে কোনও কারণের প্রেক্ষিতে এআরসিআইএল বা এর আধিকারিকের বিরুদ্ধে ক্রেতা/ বিডার কোনও দাবি তোলার অধিকার ক্রেতা/ বিডারের থাকবে না।
১২. উপরোক্ত অনাদায়ী বকেয়া সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ উপরিলিখিত নিলাম বিক্রি আয়োজনের বিষয়ে এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস–এর রুল নং ৮ ও ৯ অধীনে একটি নোটিস হিসেবে গণ্য করবেন।
১৩. যে কোনও কারণেই হোক না কেন, যদি কোনওভাবে নির্ধারিত এই নিলাম প্রক্রিয়াটি ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৫)–এর সংস্থানাধীনে অপর কোনও উপায়ে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির পূর্ণ অধিকার এআরসিআইএল–এর থাকবে।

তারিখ: ১২.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বাঃ–
অনুমোদিত আধিকারিক
অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
'এআরসিআইএল–এসবিপিএস ০২১–III–ট্রাস্টের' ট্রাস্টি

গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

GRIHUM

রেজিস্টার্ড অফিস: ৭ম তল, 'বি' বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুনো, লোহেগাঁও, পুণে, মহারাষ্ট্র–৪১১০১৪, ব্রাঞ্চ অফিস ইউনিট: ৩য় তল, ৫৩এ রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, বাটা মোড়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০০১৬

ই–নিলাম–বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে
সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('অ্যাক্ট') অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড** (উক্ত অ্যাক্ট অনুসারে এখানে এর পরে 'সুরক্ষিত ঋণদাতা' হিসেবে উল্লিখিত)–এর কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত এই পরিসম্পদগুলি ৩০.০৯.২০২৬ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। এতদ্দ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্য নিলাম পরিচালিত হবে।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক জিএইচএফএল/ সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.grihumhousing.com দেখুন।

ক্রম নং	প্রোপোজাল নম্বর গ্রাহকের নাম {A}	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক {B}	দখলের প্রকৃতি {C}	সম্পত্তির বিবরণ {D}	সংরক্ষণ মূল্য {E}	ইএমডি (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%) {F}	ইএমডি জমার শেষ তারিখ {G}	বিড বাড়ানোর মূল্য {H}	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় {I}	নিলামের তারিখ ও সময় {J}	জানা দায়/ মামলা (যদি থাকে) {K}
১	লোন নং LAP0013200000005052721 মেনকা বাহাদুর (ঋণগ্রহীতা) আশিস বাহাদুর (সহ-ঋণগ্রহীতা)	**বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ০৯.০১.২০২৬ মোট বকেয়া: ₹৫৭৫৩৫৬/–** (পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিনশো ছাপান্ন টাকা মাত্র), যা ০৯.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয়, সাথে সম্পূর্ণ আদায় হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১৮.৮৫% হারে সুদ সমেত।	বাস্তবিক	৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের গ্রাউন্ড ফ্লোর–এ অবস্থিত একটি দোকান ঘর নং ৬, সাথে 'সপ্তর্ষি টাওয়ার' নামক প্রোজেক্ট/বিল্ডিং–এর একটি (জি+৪) তলা বিশিষ্ট বহুতল ভবনের আনুপাতিক জমির ভাগ এবং সাধারণ এলাকা, সুবিধা, সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য অধিকার সহ, যা ৭ কাঠা পরিমাপের জমির উপর নির্মিত এবং সি এস খতিয়ান নং ২১১–এর অধীন সি এস প্লট নং ৯২ (অংশ), সংশ্লিষ্ট আর এস প্লট নং ১৯৩, পরবর্তীতে এল আর খতিয়ান নং ৩৫৮৫, ৩৫৮৪, ৩৫৮২, ৩৫৮৩–এর অধীন এল আর প্লট নং ৩২৪–এর অন্তর্ভুক্ত, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– আসানসোল, জে এল নং ৩৫, থানা– আসানসোল, সাব-ডিভিশন বা মহকুমা অফিস আসানসোল, এ ডি এস আর আসানসোল, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান। সম্পত্তিটি আসানসোল পুরসভার অন্তর্গত। প্লটের চৌহদ্দি: উত্তর– ব্যক্তিগত জমি; দক্ষিণ– এলওপি নং ১৬৮ এবং ৪০ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– এলওপি নং ১৬৫; পশ্চিম– এলওপি নং ১৬৩।	₹৪৩৭৩২৫/– (চার লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার তিনশো পঁচিশ টাকা মাত্র)	₹৪৩৭৩২.৫০/– (তেতাল্লিশ হাজার সাতশো বত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)	২৯.০৯.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	১০,০০০/–	২৪.০৯.২০২৬ (সকাল ১১টা – বিকেল ৪টা)	৩০.০৯.২০২৬ (সকাল ১১টা – দুপুর ২টা)	শূন্য
২	লোন নং HL0064500000005051301 তরুণ সরকার (ঋণগ্রহীতা) কাজল সরকার (সহ-ঋণগ্রহীতা) হরি পদ সরকার	**বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১১.১২.২০২৫ মোট বকেয়া: ₹৫৮৬০১৬/–** (পাঁচ লক্ষ ছিয়াশি হাজার ষোলো টাকা মাত্র), যা ১১.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয়, সাথে সম্পূর্ণ আদায় হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১৫.৬% হারে সুদ সমেত।	বাস্তবিক	৩২৩ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া সমতুল্য ৩৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী) পরিমাপের একতলা বিশিষ্ট ভবন সহ প্রায় ২–২/৫ শতক পরিমাপের জমি, যা হাল খতিয়ান নং ১৮১ (দলিল অনুযায়ী) এবং এল আর খতিয়ান নং ১৪৫৪–এর অধীন আর এস দাগ নং ১১০৭, সংশ্লিষ্ট এল আর দাগ নং ১৭১৫–এর অংশ, যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ৮৪, রে সা নং ৩০৬, তৌজি নং ২১৬৭, মৌজা– আশরাফাবাদ, থানা– হাবড়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, যা বর্তমানে হাবড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ১২ (ট্যাক্স অনুযায়ী) পুর হোল্ডিং নং ৭৪/৬১, গৌড়বঙ্গ রোড বাই লেন–৪ (ট্যাক্স অনুযায়ী) হিসেবে পরিচিত ও চিহ্নিত।	₹৮৮৯৩৫১.০০/– (আট লক্ষ উননব্বই হাজার তিনশো একান্ন টাকা মাত্র)	₹৮৮৯৩৫.১০/– (অষ্টআশি হাজার নশো পঁয়ত্রিশ টাকা দশ পয়সা মাত্র)	২৯.০৯.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	১০,০০০/–	২৪.০৯.২০২৬ (সকাল ১১টা – বিকেল ৪টা)	৩০.০৯.২০২৬ (সকাল ১১টা – দুপুর ২টা)	শূন্য
৩	লোন নং LAP0632200000005009337 সুশান্ত বেরা (ঋণগ্রহীতা) শিখা বেরা (সহ-ঋণগ্রহীতা)	**বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ১১.১১.২০২৫ মোট বকেয়া: ১১১৬৮৫২/–** (এগারো লক্ষ ষোলো হাজার আটশো বাহান্ন টাকা মাত্র), যা ১১.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় ও সম্পূর্ণ আদায় হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১৭.৮৫% হারে সুদ সমেত।	বাস্তবিক	প্রায় ২২১ এবং ১০৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের একতলার পূর্ব দিক এবং দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দোকান ঘর নং ৫ এবং ৫এ–এর অপরিহার্য সমগ্র অংশ, যা 'নীলালয়' নামে পরিচিত ভবনে সামান্য কমবেশি প্রায় ২ কাঠা ৪ ছটাক পরিমাপের জমির প্লট–এর উপর নির্মিত, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– খোর্দাবাহেরা, জে এল নং ৬, তৌজি নং ৫৪০, সংশ্লিষ্ট আর এস খতিয়ান নং ২১৯, এল আর খতিয়ান নং ২৬৭৩, আর এস দাগ নং ২২/৮০৮, এল আর দাগ নং ৭৩, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা– উত্তরপাড়া, জেলা– হুগলী। সম্পত্তির চৌহদ্দি: দোকান নং ৫ (পূর্ব দিক)–এর জন্য: উত্তর– হরিসভা রোড; দক্ষিণ– নির্মল ঘোষ এবং অন্যদের সম্পত্তি; পূর্ব– বিবেকানন্দ রোড; পশ্চিম– নির্মল ঘোষ এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি। দোকান নং ৫এ (দক্ষিণ দিক)–এর জন্য: উত্তর– হরিসভা রোড; দক্ষিণ– নির্মল ঘোষ এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি; পূর্ব– বিবেকানন্দ রোড; পশ্চিম– নির্মল ঘোষ এবং অন্যদের সম্পত্তি।	₹১২২৪৬১৬.০০/– (বারো লক্ষ চব্বিশ হাজার ছয়শো ষোলো টাকা মাত্র)	₹১২২৪৬১.৬০/– (এক লক্ষ বাইশ হাজার চারশো একষট্টি টাকা ষাট পয়সা মাত্র)	২৯.০৯.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	১০,০০০/–	২৪.০৯.২০২৬ (সকাল ১১টা – বিকেল ৪টা)	৩০.০৯.২০২৬ (সকাল ১১টা – দুপুর ২টা)	শূন্য
৪	লোন নং HF0264H19100033 জিতেন্দ্র যাদব (ঋণগ্রহীতা) ধর্মেন্দ্র যাদব (সহ-ঋণগ্রহীতা)	**বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ০৯.০৪.২০২৬ মোট বকেয়া: ১৬৩৪০৩১/–** (ষোলো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একত্রিশ টাকা মাত্র), যা ০৯.০৪.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় সম্পূর্ণ আদায় হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১৪.৭% হারে সুদ সমেত।	বাস্তবিক	প্রায় ৮৭২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের ৩য় তলে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ২০৪ সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র অংশ, যা প্রায় ৫ কাঠা ১১ ছটাক এবং ১৫ বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লট–এর উপর নির্মিত এবং আর এস খতিয়ান নং ১৪, সংশ্লিষ্ট এল আর খতিয়ান নং ৪৩৭৬–এর অধীন আর এস/এল আর দাগ নং ৪৪১ এবং ৪৪৩/৮১২–এর অংশ, যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– লিলুয়া, জে এল নং ১২, থানা– লিলুয়া, জেলা– হাওড়া, যা বর্তমানে হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ৬৪–এর অধীন পুর প্রেমিসেস নং ১৮২/৩, মীরপাড়া রোড। প্লটের চৌহদ্দি: পূর্ব– ফ্ল্যাট নং ২০৫; পশ্চিম– খোলা আকাশ; উত্তর– খোলা আকাশ; দক্ষিণ– ফ্ল্যাট নং ২০৩।	₹১১৫৫০০০.০০/– (এগারো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র)	₹১১৫৫০০.০০/– (এক লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র)	২৯.০৯.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	১০,০০০/–	২৪.০৯.২০২৬ (সকাল ১১টা – বিকেল ৪টা)	৩০.০৯.২০২৬ (সকাল ১১টা – দুপুর ২টা)	শূন্য

ইচ্ছুক দরদাতা/ ক্রেতাদের জামিনযুক্ত উত্তমর্ণ ব্রাঞ্চ এবং নিলামের সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করার এবং বিড জমা দেওয়ার আগে নিজস্ব অনুসন্ধান করে অতিরিক্ত চার্জ, দায়বদ্ধতা এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার এবং সমস্ত দিক থেকে নিজেকে সন্তুষ্ট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত সমস্ত বিধিবদ্ধ বকেয়া যেমন সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ/জলের বকেয়া এবং অন্য কোনো বকেয়া, যদি থাকে, তা সফল দরদাতাকে নিশ্চিত করতে এবং প্রদান করতে হবে।
আগ্রহী দরদাতাদের পোর্টালে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে এবং নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছ থেকে আগেভাগেই লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে, যা ই-বিডিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক। ঠিকানা– প্লট নং– ৬৮, ৪ তলা, গুরগাঁও, হরিয়ানা–১২২০০৩। হেল্পলাইন নম্বর– ৭২৯১৯৮১১২৪, ২৫, ২৬ সাপোর্ট ই–মেল আইডি– Support@bankeauctions.com। **যোগাযোগকারী ব্যক্তি– ধরণী পি, ই–মেল আইডি– dharani.p@c1india.com যোগাযোগ নং– ৯৯৪৮১৮২২২২।** মনে রাখবেন যে সম্ভাব্য দরদাতারা শুধুমাত্র তাদের কাছ থেকেই ই-নিলামের ওপর অনলাইন প্রশিক্ষণ পেতে পারেন। **ইচ্ছুক ক্রেতা/দরদাতাকে যেকোনো জাতীয়করণ বা তফসিলি ব্যাঙ্কের উপর ড্র করা এনইএফটি/আরটিজিএস/ডিডি -এর মাধ্যমে ২৯.০৯.২০২৬ তারিখে বা তার আগে 'GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED - AUCTION PROCEEDS A/C', ব্যাঙ্ক– আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অ্যাকাউন্ট নং- 091551000028 এবং আইএফএসসি কোড- ICIC0000915, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, পঞ্চশীল টেক পার্ক, গণপতি চকের কাছে, ৪৩/44 বিমান নগর– ৪১১০১৪–এ বায়না (ইএমডি)-এর পরিমাণ জমা দিতে হবে এবং https://www.bankeauctions.com -এ তাঁদের নাম নথিভুক্ত করে বিনামূল্যে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে এবং পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে ই–নিলামের ওপর প্রশিক্ষণ নিতে হবে। ওয়েবসাইটে তাঁদের রেজিস্ট্রেশনের পরে, ইচ্ছুক ক্রেতা/দরদাতাকে নিম্নলিখিত নথিগুলির কপি আপলোড করতে হবে, ই–মেল করতে হবে এবং স্ব-প্রত্যয়িত হার্ড কপি এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে: বিবি প্লাজা, ৩য় তল, জিটি রোড, দুর্গামন্দির, পোঃ উষাগ্রাম, আসানসোল জেলা, পশ্চিম বর্ধমান, পিন– ৭১৩৩০৩ মোবাইল নং +৯১ ৮২৮১১৩৮১৪৩ ই–মেল আইডি p.adith@grihumhousing.com নিয়ম ও শর্তাবলীর বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ই-নিলামে অংশ নিতে https://www.bankeauctions.com এবং www.grihumhousing.com দেখুন।**
এই বিজ্ঞপ্তিটিকে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল– ২০০২–এর নিয়ম ৮(৬)–এর অধীনে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারদের প্রতি ১৫ দিন (পনেরো)–এর বিজ্ঞপ্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

ইংরেজি সংবাদপত্র ও আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনও ফারাক মনে হলে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড সংবাদপত্রে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ভাষ্য সঠিক রূপে বিবেচিত হবে।

তারিখ: ১২.০৯.২০২৬; স্থান: কলকাতা
স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড